178

তারিখ ... MAR. 1 4 1999 ..
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ৭ ...

দৈনিক ইনকিলাব

প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে ছাত্রদল ও শিবিরের কালো পতাকা বিক্ষোভ লাঠিচার্জে আহত ১০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ প্রশাসনের পক্ষ হতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং ছাত্র সংগঠনের তীব্র প্রতিবাদ ও কালো পতাকা বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর ও দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকবৃন্দ, বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সিনেট সদস্যগণ এবং ছাত্রদল, ছাত্র শিবির, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এই সমাবর্তনকে আওয়ামী লীগের একটি দলীয় ও অবৈধ সমাবর্তন বলে অভিহিত করে অনুষ্ঠান বর্জন করেছে। অন্যদিকে, নিরাপত্তা পাস না পাওয়ার কারণে চট্টগ্রামের সিনিয়র সাংবাদিকগণও এই সমাবর্তনে যোগদান করেননি। প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির কালো পতাকা ও মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এসময় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদল ও শিবিরের কয়েকদফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে অন্তত ১০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সকাল ন'টার দিকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে এবং শিবিরের নেতাকর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হলের চত্বরে জড়ো হয়। তারা কালো পতাকা নিয়ে ও মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এসময় পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বেলা ১১টার দিকে ভার্সিটি ২ নং সড়ক এলাকায় শিবির নেতৃবৃন্দ পুনরায় সংগঠিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় শিবিরের মিছিল খেলার মাঠে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্রদল পুনরায় সংগঠিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এ সময় পুলিশ ছাত্রদলের ছবি তোলার ক্যামেরা, কালো কাপড় ও কালো পতাকা ছিনিয়ে নেয়। শিবিরের একটি মোটর সাইকেলও পুলিশ ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। ছাত্রদলের আহতদের মধ্যে খোরশেদ আলম, রফিকুল ইসলাম ও মজিবুর রহমান মিয়াজীর নাম জানা গেছে। শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টি, ছাত্র খুন, ছাত্রী ধর্ষণ, হল দখল ও বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতনকারী প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও মিছিলে হামলার প্রতিবাদে ছাত্র শিবিরের সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ নাসির, ইয়ামীর আলী, আলাউদ্দীন শিকদার, খোরশেদ আলম, হামিদুল্লাহ, আবদুস সালাম ও জাকির হোসেন বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে ছাত্রদল সহসভাপতি মোঃ সেলিমের সভাপতিত্বে অপর এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে ফখরুল ইসলাম, সুজাউদ্দীন, আনোয়ারুল করিম, সাইফুর রহমান শপথ, লিয়াকত, হায়াত খান, মীর হামিদ বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদ ও প্রস্তাবিত শামসুল হক কমিশনের শিক্ষানীতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য সকাল সাড়ে ১০টায় ভার্সিটি রেলস্টেশন ও ক্যাম্পাসে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ সময় অনুষ্ঠিত সমাবেশে নূরুল আবছার চৌধুরী, জুলহাজ, আহসান কবীর বেঙ্গল, অজয় দেব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। চাকসু এজিএস ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক মাহবুবের রহমান এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনার আগমনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি আহত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের সুচিকিৎসা দাবী করেন। একদলীয় সমাবর্তন বর্জন করায় তিনি শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনসমূহের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠানের নামে আয়োজিত একটি দলীয় অনুষ্ঠানে একটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শেখ হাসিনা যে মিথ্যাচার করেছেন, তার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। কেবল আওয়ামী লীগের পক্ষে এ ধরনের মিথ্যাচার করা সম্ভব বলে তারা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া ভিসি প্রফেসর মান্নানও মিথ্যাচার করেছেন বলে তারা অভিযোগ করেন। সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর সফর ও ছাত্র সংগঠনগুলোর বাদ-প্রতিবাদে গত কয়েকদিন যাবত প্রবল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিল। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য সহস্রাধিক পুলিশ ও দাঙ্গা পুলিশ গত শুক্রবার থেকে ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রধানমন্ত্রী একটি হেলিকপ্টার ও দু'টি বিশেষ হেলিকপ্টারের কড়া প্রহরায় সরাসরি ভার্সিটি খেলার মাঠে অনুষ্ঠানস্থলে অবতরণ করেন। এরপর তিনি শোভাযাত্রা সহকারে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। বেলা পৌনে ২টায় তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। অনুষ্ঠানের অভ্যন্তরে বেশ কিছু বিশৃংখলা পরিলক্ষিত [illegible] অতিথিদের আসনের অধিকাংশই দখল করেছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। মূল প্যান্ডেলের এক-তৃতীয়াংশ আসন খালি ছিল। ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও গতবারের তুলনায় এবার সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার কম ছিল।